"মিষ্টি বাচ্চারা –- তোমাদের মন-বাণী-কর্মে অ্যাকুরেট হতে হবে, কারণ তোমরা দেবতাদের চেয়েও উচ্চ ব্রাহ্মণ চটি (শিখা/টিকি)।

*প্রশ্নঃ - সবচেয়ে গুপ্ত এবং সূক্ষ্ম বিষয় কোনটি যা খুব কম বাচ্চাই বুঝতে পারে?

*উত্তরঃ - শিববাবা এবং ব্রহ্মা বাবার মধ্যে পার্থক্য বোঝা - এটাই হলো সবচেয়ে গুপ্ত এবং সূক্ষ্ম বিষয়। এতে কিছু কিছু বাচ্চা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই রহস্য স্বয়ং বাবা বুঝিয়ে বলেন যে আমি খুব ভোরে এই শরীরের মাধ্যমে তোমরা বাচ্চাদের পড়াই, তার মানে এই নয় যে আমি সারাদিন এনার উপরে সওয়ারি করি।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝান। কোন্ বাচ্চারা? ব্রাহ্মণ। এটা কখনোই ভুলে যেও না যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, দেবতা হতে চলেছি। বর্ণকেও স্মরণ করতে হয়। এখানে তোমরা নিজেদের মধ্যে সকলেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের অসীম জগতের পিতা পড়ান। এই ব্রহ্মা পড়ান না। শিববাবা পড়ান। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদেরকেই পড়ান। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হতে পারবে না। উত্তরাধিকার তো শিববাবার কাছে পাওয়া যায়। শিববাবা তো হলেন সকলের পিতা। এই ব্রহ্মাকে গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। লৌকিক পিতা তো সকলেরই হয়। পারলৌকিক বাবাকে ভক্তি মার্গে স্মরণ করে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছো যে, ইনি হলেন অলৌকিক বাবা, যাকে কেউ জানে না। যদিও ব্রহ্মার মন্দির আছে। এখানেও প্রজাপিতা আদি দেবের মন্দির আছে। তাঁকে মহাবীরও বলা হয়, কেউ দিলওয়ালাও (মন হরণকারী) বলে। কিন্তু বাস্তবে মন হরণ করেন শিববাবা, ব্রহ্মা নয় । সকল আত্মাকে সদা সুখী করার এবং খুশি দেওয়ার পিতা হলেন এই একজনই। এটাও শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো। দুনিয়াতে তো মানুষ কিছুই জানে না। আমরা ব্রাহ্মণরাই শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তোমরাও ক্ষণে-ক্ষণে ভুলে যাও। স্মরণ করা খুবই সহজ। যোগ শব্দটি সন্ন্যাসীরা রেখেছে। তোমরা তো বাবাকে স্মরণ করো। যোগ তো কমন শব্দ, একে যোগ আশ্রমও বলা যাবে না। বাচ্চারা এবং বাবা বসে আছেন। বাচ্চাদের কর্তব্য হলো - অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করা। আমরা ব্রাহ্মণ, দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই ব্রহ্মার দ্বারা, সেইজন্যই শিববাবা বলেন - যতখানি সম্ভব স্মরণ করতে থাকো। চিত্রকেও মনে রাখতে পারো। স্মরণ তো থাকবে, আমরা ব্রাহ্মণ, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই। ব্রাহ্মণ কখনও নিজের জাতিকে কি ভুলতে পারে? তোমরা শূদ্রের সঙ্গে পড়লে ব্রাহ্মণত্ব ভুলে যাও। ব্রাহ্মণ তো দেবতাদের থেকেও উচ্চ কেননা তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে নলেজফুল। ভগবানকে জানি -জাননহার (সব জানেন) বলা হয় তাই না। এর অর্থ এই নয় যে সবার মনে কি আছে - উনি বসে দেখেন। তা নয়, ওনার মধ্যে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের নলেজ রয়েছে। উনি হলেন বীজরূপ। যিনি তিনি বৃক্ষের আদি মধ্য অন্তকে জানেন। অতএব এমন বাবাকে খুব-খুব স্মরণ করতে হবে। এনার আত্মাও ঐ বাবাকে স্মরণ করে। ঐ বাবা বলেন - এই ব্রহ্মাও আমাকে স্মরণ করবে তাহলেই উচ্চ পদ পাবে। তোমরাও স্মরণ করবে তাহলেই পদ পাবে। সর্বপ্রথম তোমরা বিনা শরীরে (অশরীরী) এসেছিলে। এরপর অশরীরী হয়েই ফিরে যেতে হবে। বাকি সমস্ত দেহের সম্বন্ধ তোমাদের দুঃখ দেবে, ওদের কেন স্মরণ করো! যখন আমাকে তোমরা পেয়েছো। আমি তোমাদের নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যেতে এসেছি। সেখানে কোনো দুঃখ নেই। ওখানে হয় দৈবী সম্বন্ধ। এখানে প্রথমে দুঃখ হয় - স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্কে, কেননা বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। তোমাদের এখন আমি ওই দুনিয়ার যোগ্য করে তুলছি, যেখানে বিকারের কথাই থাকে না। এই কাম হলো মহাশত্রু গাওয়াও হয়েছে, যা আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দেয়। ক্রোধের জন্য এমন বলা হয় না যে এটা আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। না, কামকে জয় করতে হবে, এটাই আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দেয়। পতিত বানিয়ে

দেয়। পতিত শব্দটি বিকারের জন্য বলা হয়। এই শত্রুর বিরুদ্ধে জয় পেতে হবে। তোমরা জানো আমরা সত্যযুগের দেবী-দেবতা হচ্ছি। যতক্ষণ না এই নিশ্চয় হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যাবে না।

বাবা বোঝান - বাচ্চাদের মন-বাণী-কর্মে অ্যাকুরেট হতে হবে। পরিশ্রম আছে। দুনিয়াতে কারো জানা নেই যে তোমরা ভারতকে স্বর্গ করে তোলো। আগামী দিনে বুঝতে পারবে। এটাও চায় যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড, ওয়ান রাজ্য, ওয়ান রিলিজিয়ন (ধর্ম) ওয়ান ভাষা হোক। তোমরা বোঝাতে পারো যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে এক রাজ্য, এক ধর্ম ছিল, যাকে স্বর্গ বলা হয়। রামরাজ্য, রাবণ রাজ্যকেও কেউ জানে না। তোমরাও জানতে না। এখন তোমরা স্বচ্ছ বুদ্ধির হয়েছ, নম্বর ক্রমানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাবা বসে তোমাদের বোঝান সুতরাং অবশ্যই বাবার মতে চলো। বাবা বলেন - পুরানো দুনিয়াতে থেকেও কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকো। আমাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবা আত্মাদের বোঝান। আত্মাদেরই পড়াতে এসেছি,এই অরগ্যান্স দ্বারা। এটা তো পুরানো ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া, ছিঃ-ছিঃ শরীর। তোমরা ব্রাহ্মণরা পূজার যোগ্য নও, গায়ন যোগ্য। পূজন যোগ্য হয় দেবতারা। তোমরা শ্রীমত অনুসারে বিশ্বকে স্বর্গ তৈরি করছ তাই তোমাদের গায়ন হয়, পূজা হতে পারে না। গায়ন অবশ্যই তোমরা ব্রাহ্মণদের হয় , না কি দেবতাদের। বাবা তোমাদেরই শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ করে তোলেন। দেবতাদের আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র হয়। এখন তোমাদের আত্মা পবিত্র হতে চলেছে। শরীর পবিত্র নয়। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মতে ভারতকে স্বর্গ করে তুলছ। তোমরাও স্বর্গের যোগ্য হয়ে উঠছ। সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। শুধু তোমরা ব্রাহ্মণরাই রয়েছ যাদের বাবা বসে পড়ান। ব্রাহ্মণদের ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ব্রাহ্মণ যে পাক্কা হয়ে যাবে সেই গিয়ে দেবতা হবে। এটা নতুন ঝাড়, এতে মায়ার তুফানও লাগে। সত্যযুগে কোনো তুফান লাগে না। এখানে মায়া বাবার স্মরণে থাকতে দেয় না। আমরা জানি বাবার স্মরণে থেকেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছিলাম। স্মরণের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। ভারতের প্রাচীন যোগও প্রসিদ্ধ তাই না। বিদেশিরা চায়, কেউ এসে প্রাচীন যোগ শেখাক। এখন যোগ হলো দুই প্রকারের - এক হঠযোগী, দ্বিতীয় রাজযোগী। তোমরা হলে রাজযোগী। ওটা তো বহুদিন ধরে চলে আসছে। রাজযোগের কথা তোমরা এখন জেনেছ। সন্ন্যাসীরা রাজযোগ সম্পর্কে কি জানে ! বাবা এসে বলেছেন - রাজযোগ আমি এসেই শেখাই, শ্রীকৃষ্ণ তো শেখাতে পারে না। এটা ভারতেরই প্রাচীন যোগ, শুধু গীতায় আমার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। কত পার্থক্য হয়ে গেল। শিব জয়ন্তী যখন হয়, তখন তোমাদের বৈকুন্ঠেরও জয়ন্তী হয়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য রয়েছে। তোমরা জানো যে শিববাবার জয়ন্তী হওয়ার সাথে গীতারও জয়ন্তী হয়, এবং বৈকুন্ঠেরও জয়ন্তী হয়। তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, ঠিক আগের কল্পের মতোই স্থাপনা হচ্ছে সুতরাং শিববাবার জয়ন্তী মানেই স্বর্গের জয়ন্তী, বাবা এসেই স্বর্গের স্থাপনা করেন। এখন বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো। স্মরণ না করলে মায়া কিছু না কিছু বিকর্ম করিয়ে দেয়। স্মরণ না করলেই চড় (চমাট) পড়বে। স্মরণে থাকলে চড় খাবে না। এটা হলো এক বক্সিং। তোমরা জানো আমাদের শত্রু কোনো মনুষ্য নয়, রাবণই হলো শত্রু। বিবাহ করার পর কুমার-কুমারীও পতিত হওয়ার কারণে একে অপরের শত্রু হয়ে ওঠে। বিয়েতে লক্ষ টাকা খরচ করে। বাবা বলেন - বিয়ে মানেই বরবাদী (সর্বনাশ)। এখন পারলৌকিক বাবা অর্ডিন্যান্স (ফরমান) জারি করেছেন যে বাচ্চারা এই কাম হলো মহাশত্রু, এর উপর জয়লাভ করো এবং পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। কেউ যেন পতিত না হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা এই বিকারের কারণে পতিত হয়ে পড়েছ, সেইজন্যই কামকে মহাশত্রু বলা হয়। বাবা তো অনেক ভালোভাবে বোঝান। তোমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছ। এখন ফিরে যেতে হবে। তোমাদের তো খুব শুদ্ধ অহঙ্কার থাকা উচিত। আমরা আত্মারা বাবার মতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। আমরাই আবারও স্বর্গে রাজত্ব করব। যত পরিশ্রম করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। তা সে রাজা-রানি হও , কিংবা প্রজা হও। রাজা-রানি কিভাবে হওয়া যায় সেটাও তোমরা দেখছ। ফলো ফাদার বলাও হয়। সেটা এখনকার কথা। লৌকিক সম্বন্ধের জন্য বলা হয় না। এই বাবা মত দেন , মামেকম স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা ভালো মতে চলি, অনেকের সেবা করি। বাচ্চারা যখন বাবার কাছে

আসে তখন শিববাবাও রিফ্রেশ করেন এবং ইনিও (ব্রহ্মা) রিফ্রেশ করেন। ইনিও তো শেখেন তাই না। শিববাবা বলেন আমি সকালে আসি। আচ্ছা এরপর কেউ যদি দেখা করতে আসে তবে কি এই ব্রহ্মা বোঝাবেন না। এইরকম বলবেন কি বাবা আপনি এসে বোঝান আমি বোঝাব না ! এটি বড়ই গুপ্ত রহস্যময় বিষয় তাই না। আমি তো সবচেয়ে ভালো বোঝাতে পারি। তোমরা এমন কেন ভাবো যে শিববাবাই বোঝান। ইনি (ব্রহ্মা) বোঝান না। তোমরা এটাও জানো যে কল্প পূর্বে ইনিই বুঝিয়েছিলেন তবেই তো এই পদ পেয়েছেন। মাম্মাও বোঝাতেন তাই না। তিনিও উচ্চ পদ পান। সেখানে বাবাকে সূক্ষ্মবতনে দেখা যায় তাই বাচ্চাদের ফলো করতে হবে। স্যারেন্ডার করেও তারা গরীব। বিত্তবানরা তো স্যারেন্ডার হতে পারে না। গরীব-ই বলে - বাবা এইসব কিছু তোমার। শিববাবা তো হলেন দাতা, উনি কখনও নেন না। বাচ্চাদের বলেন এইসব কিছু তোমাদের। নিজের জন্য প্রাসাদ এখানে বা ওখানে বানাই না। তোমাদেরই স্বর্গের মালিক বানাই। এখন এই জ্ঞান রত্ন দিয়ে ঝুলি ভরতে হবে। মন্দিরে গিয়ে বলে ঝুলি ভরে দাও। কিন্তু কি প্রকারের, কোন্ জিনিসে ঝুলি ভরে দেবে? এখন ঝুলি ভরিয়ে দেওয়ার মতো তো লক্ষ্মী আছেন যিনি টাকা পয়সা দেন। শিবের কাছে তো যায় না। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে বলা হয় যে উনি গীতা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলে না যে ঝোলা ভরে দাও। শঙ্করের কাছে গিয়ে বলে। ওরা মনে করে শিব আর শঙ্কর এক। শঙ্কর তো ঝুলি খালি করে, আমাদের ঝুলি তো কেউ খালি করতে পারে না। বিনাশ তো হতেই হবে। গাওয়াও হয়েছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশের শিখা নির্গত হয়েছিল। কিন্তু এমনভাবে থোড়াই কেউ বোঝে।

তোমরা বাচ্চাদের গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। কারবারও করতে হবে। বাবা প্রত্যেকের নাড়ী দেখে রায় (পরামর্শ) দেন কারণ বাবা বুঝতে পারেন আমি বলব আর করতে পারবে না, এমন রায় কেন দেবো? নাড়ী দেখেই রায় দেন। এনার কাছে তো আসতেই হবে। উনি সম্পূর্ণ রায় দেবেন। সবারই জিজ্ঞাসা করা উচিত - বাবা, এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত ! এখন কি করব ? বাবা তো স্বর্গেই নিয়ে যান। তোমরা জানো আমরা তো স্বর্গবাসী হতে চলেছি, এখন আমরা নরকবাসী। এখন তোমরা না নরকে আছ, না স্বর্গে আছ। যারা -যারা ব্রাহ্মণ হচ্ছে তাদের নোঙর এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। তোমরা কলিযুগের দুনিয়ার কিনারা এখন ছেড়ে দিয়েছ। কোনো ব্রাহ্মণ খুব দ্রুত এগোচ্ছে ,কেউ স্মরণের যাত্রায় পিছিয়ে (কম) আছে। কেউ হাত ছেড়ে দেয় তখন হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরে অর্থাত্ আবার কলিযুগে চলে যায়। তোমরা জানো মাঝি (খিবৈয়া) এখন আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। ঐ যাত্রা তো অনেক প্রকারের হয়। তোমাদের যাত্রা একটাই, এটি একদমই এক অনন্য (ভিন্ন) যাত্রা। হ্যাঁ, তুফান আসে, যারা স্মরণকে ভেঙে দেয়। এই স্মরণের যাত্রাকে ভালোভাবে পরিপক্ক করো, পরিশ্রম করো। তোমরা হলে কর্মযোগী। যতটা সম্ভব হাতে কাজ করো, আর মন ভগবানে যুক্ত রাখো (হথ কর ডে, দিল য়ার ডে) । আধাকল্প ধরে তোমরা প্রেমিক হয়ে প্রিয়তমকে স্মরণ করে আসছো। বাবা আমাদের এখানে খুব দুঃখ, এখন আমাদের সুখধামের মালিক বানাও। স্মরণের যাত্রায় থাকলে তোমাদের পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে। তোমরাই স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়েছিলে, এখন হারিয়ে ফেলেছ। ভারত স্বর্গ ছিল তবেই তো বলা হয় প্রাচীন ভারত। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন বলা হতো প্রাচীন ভারত। ভারতকে অনেক সম্মান দেওয়া হয়, ভারত সবচেয়ে বড়, এবং সবচেয়ে পুরনোও। এটাও তোমরা জানো বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যারা খুব ভালোভাবে বোঝে তাদের অন্তরে অনেক খুশি থাকে। প্রদর্শনীতে কত মানুষ আসে। আহমেদাবাদ দেখো কত সাধু-সন্ত ইত্যাদি সব রকমের এসেছিল (মানুষ)। তারা বলে তোমরা তো সত্য বলছ। কিন্তু আমাদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, এটা থোড়াই বুদ্ধিতে বসে। এখান থেকে বাইরে বেরোলেই শেষ হয়ে যায়। এখন তোমরা জানো যে বাবা আমাদের স্বর্গে নিয়ে যান। ওখানে না গর্ভ জেল, না ঐ জেল হবে । এরপর কখনো জেলের মুখ দেখতে হবে না। দুই জেলই থাকবে না। এখানে সবই হলো মায়ার পম্প (আড়ম্বর)। আজকাল তো প্রতিটি বিষয় কুইক হয়। মৃত্যুও কুইক হতে থাকে। সত্যযুগে এই ধরণের কোনো উপদ্রব হয়-ই না। এখানে মৃত্যুও তাড়াতাড়ি, তাই দুঃখও অনেক

বেশি হবে। সব শেষ হয়ে যাবে। সমগ্র পৃথিবী নতুন হয়ে যাবে। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজধানী ছিল, সেটাও পুনরায় হবে। তোমরা যত এগিয়ে যাবে দেখতে পাবে কি হচ্ছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সীন হবে। বাচ্চারা তোমরা সাক্ষাৎকার করেছো। বাচ্চাদের জন্য মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। এ হলো উত্তরণের কলার যাত্রা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সবসময় এই স্মৃতিতে থাকবে যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। আমরা ব্রাহ্মণদেরই ভগবান পড়ান। আমরা এখন ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি।

২) জ্ঞান রত্ন দ্বারা নিজের ঝুলি ভর্তি করে দান করতে হবে। এই কলিযুগের পতিত দুনিয়ার কিনারা ছেড়ে দিতে হবে। মায়ার তুফানকে ভয় পাবে না।

বরদানঃ- বার্থ রাইট এর নেশার দ্বারা লক্ষ্য এবং লক্ষণকে সমানকারী শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী ভব

যেমন লৌকিক জন্মে স্থূল সম্পত্তি বার্থ রাইট হয়ে থাকে, তেমনিই ব্রাহ্মণ জন্মে দিব্যগুণ রূপী সম্পত্তি, ঈশ্বরীয় সুখ আর শক্তি বার্থ রাইট । এই বার্থ রাইটের নেশা যদি ন্যাচারাল রূপে থাকে তবে পরিশ্রম করার আবশ্যকতা নেই। এই নেশায় থাকলে লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান হয়ে যাবে। নিজেকে আমি যা, যেমন , যে শ্রেষ্ঠ বাবা আর পরিবারের তেমনটা জেনে ও মেনে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী হয়ে ওঠো।

স্লোগানঃ- প্রতিটি কর্ম স্ব স্থিতিতে স্থিত হয়ে করো তাহলে সহজেই সফলতার নক্ষত্র হয়ে যাবে।

অব্যক্ত ঈশারা :- ব্রহ্মা বাবার সমান সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করো

এক সেকেন্ডে আওয়াজে এসো এবং এক সেকেন্ডে আওয়াজের ঊর্ধ্বে চলে যাও, এই মুহূর্তে আওয়াজে, আবার এই মূহুর্তেই আওয়াজের উর্ধ্বে... যখন এই অভ্যাস সরল আর সহজ হয়ে যাবে তখন বুঝবে সম্পূর্ণতা নিকটেই। এখন তোমাদের প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয় যেন "জী হুজুর" "জী হাজির" করতে করতে চলে। এইভাবে যখন তোমরা রাজ্য অধিকারী হবে আর তোমাদের এই কর্মেন্দ্রিয় স্বাগত অর্থাৎ সেলাম করবে তখনই তোমরা সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ কর্মাতীত হতে পারবে।